দৈনিক খবর

তারিখ 05 SEP 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

093

শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুনরায় বোমাবাজি ও গোলাগুলীর ঘটনা ঘটছে। এক দলের ছাত্র নামধারী ব্যক্তিরা অপর দলের ছাত্র নামধারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। রক্ত ঝরছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাচ্ছে। ক্লাস হচ্ছে না, পরীক্ষা স্থগিত। হলগুলোতে কারো জানমাল নিরাপদ নয় কখন কার ওপর হামলা হবে তার কোনই ঠিকঠিকানা নেই। বোমা, পিস্তল, রামদা, কিরিচ, চাপতি, ছোরা, চেইন, লোহার রড ও কাটা রাইফেল হরহামেশাই ব্যবহার হচ্ছে। ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া এবং রাত-বেরাত বিভিন্ন হলে বোমা ও গুলীর শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। এই হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল অবস্থা।

শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মাঝে-মধ্যে সহিংসতা ঘটছে। কিছুদিন আগে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ডজন দুই ছাত্র মারাত্মক জখম হয়। তারপর ঢাকা কলেজ এবং সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে গেল। সংঘর্ষের সময় ছাত্ররা লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় দোকানপাট এবং যানবাহনের ওপরেও বেধড়ক হামলা চালায়। সম্প্রতি মারাত্মক ছাত্র সংঘর্ষের দরুন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানেও বিভিন্ন দলের সমর্থক ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। আর সংঘর্ষ বাধলেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে কেউ দ্বিধা করছে না। ফলে শিক্ষাঙ্গনগুলো ছাত্রের রক্তে বার বার রঞ্জিত হচ্ছে। এ অবস্থায় লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। অবস্থার উন্নতি না হলে তরুণ প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার ব্যাপারটাকে তাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা দরকার। সহিংসতাকে আপন গতিতে চলতে দেয়া আর ঠিক হবে না। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির নামে যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রবাজি শুরু হয়েছে তাকে শক্ত হাতে দমন করা না হলে ভবিষ্যতে দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আর লেখাপড়া করতে পারবে না। অব্যাহত হিংসাত্মক ঘটনায় এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রের জীবন অকালে ঝরে পড়েছে। বোমা, পিস্তল ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র জীবনের তরে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। ছাত্র নামধারী গুন্ডাদের হাতে ছাত্রীরাও লাঞ্ছিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র বা ছাত্রী কারোরই জীবনের নিরাপত্তা আর নেই। শিক্ষকরাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের মধ্যেও নেমে এসেছে চরম হতাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন; কিন্তু উপাচার্যের আবেদন অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়েছে। এক 'ডাকসু' ছাড়া আর কেউই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ না করলে শুধু উপাচার্যের একক প্রচেষ্টায় ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে না। ছাত্র সংগঠনগুলোকেই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ না হলে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চিরতরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ক্যাম্পাসে যারা হানাহানি উস্কে দিচ্ছে তাদেরকে সমূলে উৎখাতের জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনসহ সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। সৎ ছাত্র ও সৎ নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সৃষ্টি করেই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে।

যে সব ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে অস্ত্র আমদানী করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে তারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তাই তাদের সমর্থিত মূল রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এ সব দল সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করতে গিয়ে গোটা ছাত্র সমাজের যে মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরকে বহন করতেই হবে। নিরীহ ছাত্রের লাশের ওপর যারা নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য গড়তে চায় তাদেরকে জাতি কখনও ক্ষমা করবে না। তাই সময় থাকতে সাবধান হয়ে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য আন্তরিক অবদান রাখতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে আমরা আবেদন রাখছি। রাজনৈতিক দলগুলো সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে সক্ষম হলে ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। নিজ নিজ দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলোকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কাজে উদ্বুদ্ধ করেই তারা এ ব্যাপারে অবদান রাখতে পারেন। সবাই মিলে চেষ্টা করলে ক্যাম্পাসে আবার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সংশ্লিষ্ট দল ও মহলগুলো এ ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে আর দেরী করবেন না- এটাই প্রত্যাশিত।